রণজিৎ দাশ

স্বপ্নের ভিতরে

স্বপ্নের ভিতরে একটা ছেঁড়াখোঁড়া লোক বসে থাকে —
চাট-দোকানের কাছে উবু হয়ে, ঘূর্ণিত দু'চোখে
লক্ষ্য করে সব কিছু — মধ্যরাতে গণিকা-পল্লীতে
গম্ভীর পাগল সেজে বসে-থাকা পুলিশের মতো
লক্ষ্য করে সব কিছু — স্বপ্নের সমস্ত মদ, ভাঙা সেতু,
কালো জল, চুলখোলা চাঁদ

নড়ে না চড়ে না, লোকটা এক মুহূর্তের জন্য
স্বপ্নের ভিতর চির-লাঞ্ছিত আমাকে
হেল্‌প করতে এগিয়ে আসে না —

কুকুরে, তুফানে, কামে, আর্মি-জিপে তাড়া খেয়ে
দৌড়ুতে দৌড়ুতে
যতই জিজ্ঞাসা করি, 'কে তুমি? কে তুমি?'
নিশ্চুপ লোকটা শুধু বাঁদরওয়ালার মতো দড়ি ধরে লক্ষ্য করে
লম্ফে লম্ফে আমার দৌড়োনো —
গোলাকার, উলঙ্গ শহরে

স্বপ্নের ভিতরে এই লোকটা কি ব্যাপক হারামি!
স্বপ্নের ভিতরে এই লোকটাই কি আসল আমি?

ইনা রায়

সম্বোধন

পুরুষ কেবল স্বপ্নের ঘরে নেই
পুরুষ রয়েছে বাংলার সিলেবাসে
তবে, সে-পুরুষ ব্যাকরণসম্মত
আমার পুরুষ অনিয়ম ভালোবাসে

ব্যাকরণ বলে তিন পুরুষের কথা
আমার কিন্তু একটাই সিলেবাস
সেই পাঠ্যেই নজর বন্দী করি
পাতায় পাতায় ধ'রে রাখি বিশ্বাস

ব্যাকরণে আছে সে-পথের ইতিকথা,
যে-পথে পুরুষ নিয়মে ... শাসনে বাঁধা
আমার পুরুষ নিজেই নিজের পথে
ছড়িয়ে রেখেছে হাজারখানেক ধাঁধা

পুরুষ, তোমাকে কী নামে ডাকব আমি?
কোন্ পরিচয়ে দিয়ে গেলে তুমি ফাঁকি?
প্রেমিক আমার, সব ভুলে আজ থেকে
তোমাকেই যদি 'কাপুরুষ' ব'লে ডাকি!

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজের জীবন

এ কবিজীবন এক ক্লান্ত অভিনয়

অভিনয়ক্লান্ত তুমি হে আত্মভিখারি ... কেন
অভিনীত চরিত্রের সুখেদুঃখে আত্মবোধ করো

কেউ পিঠ চাপড়ে দিলো ... কেউ বলল দুয়ো
নিজেকে কখনো লাগল মহাকবি ... কখনো নিরেট
এ সবই তো স্ক্রিপ্ট্ মাত্র ... এখনও জাননি

এখনও কি জাননি যে, চরিত্রের পাওয়া না-পাওয়ায়
তোমার কিছুই নেই ... তুমি খুঁজছো নিজের জীবন

কবি যশোলোভে তুমি একদিন যাকে
খুন ক'রে রেখে এসেছিলে
কৈশোরের সন্ধ্যার মাঠে

আজ তাকে ফিরে পাও ... মৃতদেহ ঝোপের আড়ালে
তার মধ্যে ঢুকে পড়ো ... পাশে কাঁটাবনে
টিনের দু'তলা একটি রথ দেখবে উল্টে প'ড়ে আছে
জগন্নাথাদি মূর্তি ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে

রথ দাঁড় করাও আর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করো যে যেখানে ছিলো
আর একটা পাতার ভেঁপু মাটিমাখা পিঁপড়ের বাসা
ঝেড়েঝুড়ে তুলে নাও ... বাজাতে বাজাতে
এ কবিজীবন ছেড়ে
রথ টেনে বাড়ি ফিরে চলো

জয়ন্ত জয় চট্টোপাধ্যায়

জঙ্গল

বিকালের রঙ নিভে গেলে
প্রখর আগুন জ্বেলে বসেছি ক'জন —
লাল মদ ঢেলে দিচ্ছি শীতের জঠরে
হারানো গানের সুর ফিরে আসে হারমনিকায়!

কী আর চেয়েছি বলো? আমাদের সামান্য জীবন —

জঙ্গল সমস্ত জানে, জেগে থাকে রাত পাহারায় ...

নক্ষত্র

শরীর রেখেছি জ্বেলে রাতের আকাশে —
আমি অন্ধ, চিত্রকর, গান লিখি রক্তকণিকায়
তুমি কী আভাস পেলে? তুমি কী জেনেছো লুপ্ত স্বর?

আমি এক বিদ্ধ তারা, খসে পড়ছি তোমার জীবনে ...